দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ .. 01 MAR 2012 ..
পৃষ্ঠা . ২ . কলাম . ৮

রাজউক উত্তরা কলেজে বোরকা পরা ছাত্রীদের ক্লাসে ঢুকতে না দেয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ

এ ধরনের ঘটনার কথা অস্বীকার করলেন অধ্যক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের বোরকা পরে ক্লাস করা যাবে না বলে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। এর ধারাবাহিকতায়, গতকাল বুধবার কলেজের ক্লাসে বোরকা পড়ে কাউকে ক্লাস করতে দেয়া হয়নি। এদের মধ্যে শিক্ষার স্বার্থে বোরকা খুলে ক্লাসে প্রবেশ করলেও অনেকেই ক্লাসে যায়নি।

এ নিয়ে গতকাল সারাদিন উত্তরা রাজউক মডেল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ সাংবাদিকদের বলেন, ছাত্রীদের বোরকা পরে ক্লাসে আসার বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা হচ্ছে, কাউকে বোরকা পরতে উৎসাহিত করা যাবে না। তবে কেউ বোরকা পরতে চাইলে তাকে বাধাও দেয়া যাবে না। তিনি বলেন, স্কুল কলেজে বোরকা পরাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

বোরকা পরিধান করে ক্লাস করতে আগ্রহী ছাত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে- ইসলামের বিধান পরিত্যাগ করে আমরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করব না। শিক্ষাজীবনে আঘাত আসতে পারে এমন আশংকায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোরকা পরে কলেজে ক্লাস করতে ইচ্ছুক এক ছাত্রী বলেন, মুসলিম প্রধান স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশে বোরকা পরিধান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস করা যাবে না। এমন নির্দেশে আমরা অবাক হয়েছি। আমরা জানি উচ্চ আদালতের নির্দেশ কেউ বোরকা না পড়তে চাইলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু বোরকা পড়লে তাকে বোরকা খুলতে বাধ্য করা হবে, এমন কোন নির্দেশনাতো নেই। এটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়? তবে আমরা এদেশে ঈমান-আক্বিদা, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা নিয়ে কীভাবে বসবাস করব? কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কথায় আমাদেরকে কি আল্লাহর হুকুম মানা থেকে বিরত থাকতে হবে? আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে মুসলিম নারীদের ইসলামী জীবন যাপনে যে কোন বাধা দেয়ার বিষয়টিকে দেশের বিচার বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সকলে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

ছাত্রীদের বোরকা পরে কলেজে ঢুকতে না দেয়ার ঘটনায় এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসী যে কোন সময় কলেজ এলাকায় বৃহত্তর কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন বলে জানা গেছে। এদিকে এ ঘটনায় বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ইসলামী আন্দোলনের আমীর ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, একটি ইসলাম প্রধান দেশে কোন প্রিন্সিপালের এ ধরনের আদেশ ইসলামের প্রতি চরম অবমাননা। তিনি বলেন, অবিলম্বে উত্তরা রাজউক কলেজের প্রিন্সিপালকে এ ধরনের ইসলাম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ডের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায় দেশব্যাপী আন্দোলনের দাবানল জ্বলে উঠবে।

অধ্যক্ষের বক্তব্য বোরকা পরা ছাত্রীদের ক্লাসে ঢুকতে দেয়া হয়নি কেন? এ বিষয়ে জানতে চাইলে কলেজের অধ্যক্ষ সাংবাদিকদের বলেন, কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি এমন কথা ঠিক নয়। বরং কলেজের ড্রেস কোডের সঙ্গে কালার মিলিয়ে শর্ট বোরকা পরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, স্কুলের একটা ড্রেস কোড আছে। এটা সবাইকে মানতে হবে। এর সাথে অসংগতি পূর্ণ বোরকা এলাউ করা সম্ভব নয়। অধ্যক্ষ লম্বা বোরকাকে দৃষ্টিকটু বলে উল্লেখ করে বলেন, একটা মেয়ে, সম্ভবত ইন্টার মিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারের হবে, সে [illegible] আপত্তি করেছে।